তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)-এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এ উপলক্ষ্যে আমি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনসহ পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪˝ ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এমনকি প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তিমান।

সূচনালগ্ন থেকে কোম্পানীর ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানী। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানী শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানীর অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৬৮ সালে সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সররবরাহের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিগত পাঁচ দশকে কোম্পানীর কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ যাবতকাল গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানীর আওতাধীন এলাকায় গ্রাহকদের চাহিদার বিপরীতে ফিল্ডসমূহ হতে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানী ১৩,১৯৬.৮৫ কি.মি. পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করছে, যার মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্মিত ৫৮.১৮ কি.মি. পাইপলাইন অন্তর্ভুক্ত। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত কোম্পানীর ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা ২৮,৭৪,৮৪৮ টি।

বিগত পাঁচ বছরে তিতাস গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান নিচের সারণীতে প্রদান করা হল :

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা				
	২০১৫ -১৬	২০১৬ -১৭	২০১৭ -১৮	২০১৮ -১৯	২০১৯ -২০
বিদ্যুৎ	৩৮	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬
সার	৩	৩	৩	৩	৩
শিল্প	৪,৬০৪	৪,৬১০	৫,১২৮	৫,২৭৯	৫,৩১৩
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১,০৮৫	১,০৮৮	১,৬৩০	১,৬৮০	১,৭০১
সিএনজি	৩৩৩	৩৩৫	৩৮২	৩৯৪	৩৯৬
বাণিজ্যিক	১০,৯১৭	১০,৯১৯	১১,৬৮৮	১২,০৭৫	১২,০৭৫
আবাসিক	২০,০৬,০১৩	২৭,১৭,৫৩৬	২৭,৬৪,২৪৭	২৮,৪৬,৪১৯	২৮,৫৫,৩০২
মোট	২০,২৩,০০৫*	২৭,৩৪,৫৩৪*	২৭,৮৩,১৩৪*	২৮,৬৫,৯০৭*	২৮,৭৪,৮৪৮*

* ১২টি মৌসুমি গ্রাহকসহ ।

উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি এখন কোম্পানীর উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি ।

উন্নয়ন কর্মসূচী:

সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নতুন পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়নি । তবে, বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত আলোচ্য অর্থবছরে ৫৮.১৮ কি.মি. লিংক লাইন, পাইপলাইন সংস্কার/পুনর্বাসন/প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । বর্তমানে কাম্পানীর ক্রমপুঞ্জিত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৩,১৯৬.৮৫ কি.মি. ।

গত পাঁচ বছরে কোম্পানীর পাইপলাইন নির্মাণ পরিসংখ্যান চিত্র নিম্নরূপ:

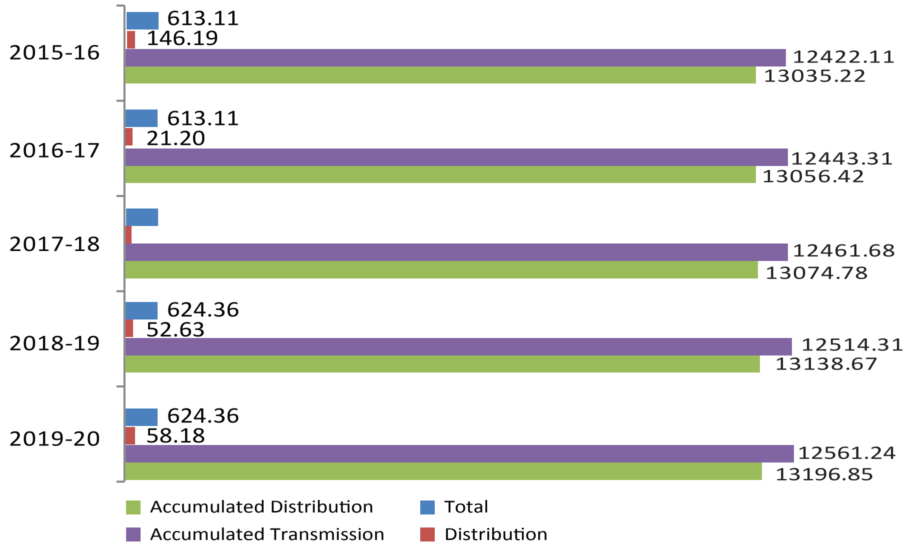

বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রম:

তিতাস গ্যাস-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এবং কর্মীবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোম্পানীর সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে । অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের লক্ষ্যে কোম্পানী কর্তৃক বিশেষ পরিদর্শন/অবৈধ গ্যাস পাইপলাইন ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় ।

২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানীর ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য তথা মোট সিস্টেম লস/(সিস্টেম গেইন) সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল :

অর্থবছর	ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য (মোট সিস্টেম লস/গেইন)	
	পরিমাণ (এমএমসিএম)	শতকরা হার (%)
২০১৫-১৬	৪৭৯.২২	২.৮১
২০১৬-১৭	২৩২.৮৯ *	১.৩৫
২০১৭-১৮	২০১ .১৯ *	১.১৭ *
২০১৮-১৯	১০০৩.৮৩	৫.৭১
২০১৯-২০	৩০৮.৩২	২.০০

* সংশোধিত ।

বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ/পুনর্বাসন কার্যক্রম:

আলোচ্য অর্থবছরে ঢাকা শহরসহ তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইন মডিফিকেশন/পুনর্বাসন/প্রতিস্থাপন/স্থানান্তর করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

- ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে ১˝ হতে ৮˝ ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি, ৬ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও সংশ্লিষ্ট সার্ভিস লাইন/লিংক লাইন নির্মাণ/স্থানান্তর;
- ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১˝ হতে ৮˝ ব্যাসের ৫০/১৫০ পিএসআইজি, ১.৪ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ/প্রতিস্থাপন/স্থানান্তর/কন্ট্রোল ভাল্‌ভ স্থানান্তর;
- পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের এ্যালাইনমেন্টে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাসের ও ৫০ পিএসআইজি চাপের ৮১৫.২৩ মিটার পাইপ লাইন স্থানান্তর/পুনর্নির্মাণ;
- জামালপুর ইকোনোমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সরিষাবাড়ী এমএন্ডআর ে শন হতে জামালপুর ইকোনোমিক জোন পর্যন্ত ১৬" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি, ১০ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ;
- ময়মনসিংহ টিবিএস হতে আরপিসিএল ২১০ মেগাওয়াট সিসিপিপি, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ পর্যন্ত ১২" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি, ১৩ কি. মি. গ্যাস সঞ্চালন লাইন ও আরএমএস নির্মাণ;
- ২৪ ইসিবি-এর অধীনে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে রুট এলাইনমেন্টে বিদ্যমান ইউটিলিটি প্রতিস্থাপন/অপসারণ প্রকল্প-এর ২য় ট্রাঞ্চের ১ম পর্যায়ে বনানী রেল স্টেশন হতে মহাখালী রেল ক্রসিং পর্যন্ত বিদ্যমান গ্যাসলাইন স্থানান্তর;
- আকিজ বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগ অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত ত্রিশাল এমএন্ডআর স্টেশন মডিফিকেশন করতঃ ১২" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি, ৮.৬৫ কি.মি. মূখ্য গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন এবং ১২" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি অভ্যন্তরীণ লাইন ও ডিআরএস নির্মাণ;
- সিটি বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগ অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত দিঘীবারাবো সিজিএস মডিফিকেশন করতঃ ১৬" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি, ৫ কি.মি. মূখ্য গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন এবং ১২" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি অভ্যন্তরীণ লাইন ও ডিআরএস নির্মাণ;
- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ এলাকায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাস ও চাপের ২২.৮৮ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ গ্রাহক ব্যয়ে সম্পাদন করা হয়েছে; এবং
- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ এলাকায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাস ও চাপের ৩.৬৯ কি.মি. গ্যাস সার্ভিস পাইপলাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন কাজ গ্রাহক ব্যয়ে সম্পাদন করা হয়েছে ।

পূর্ত কার্যক্রম:

২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত পূর্ত কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

- নরসিংদী, চিনিশপুর অফিস কমপ্লেক্সে রেকর্ড-কাম-স্টোর ভবন নির্মাণ;
- জয়দেবপুর সিজিএস এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং মির্জাপুরস্থ কুমুদিনী ডিআরএস এর মাটি ভরাটসহ অন্যান্য কাজ;

- কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা মোতাবেক প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী তেজগাঁও টিবিএস/ডিআরএস এবং মিরপুর-১০ ডিআরএস পৃথকীকরণ ফেন্সিং ও নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ; এবং
- দনিয়াস্থ কোম্পানীর নিজস্ব জায়গায় অফিস ভবন নির্মাণ কাজ (প্রথম পর্যায়)।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম:

২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়েছে:

- সিটি সীড ক্রাশিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (ইউনিট-২)-এর ২২ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র;
- সিটি এডিবল ওয়েল লি.-এর ১৭.৬ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

বিতরণ নেটওয়ার্ক পুনর্বাসন/নির্মাণ কার্যক্রম:

২০১৯-২০ অর্থবছরে চলমান পাইপলাইন প্রতিস্থাপন/পুনর্বাসন কার্যক্রম:

- গ্যাস লিকেজ বন্ধকরণের লক্ষ্যে ঢাকা ও গাজীপুরস্থ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি চাপের ১.৬৫ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনঃস্থাপন/পুনর্নির্মাণ;
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে ৩/৪˝ হতে ১৬˝ ব্যাসের বিভিন্ন পিএসআইজি চাপের প্রায় ২.৬২ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও সংশ্লিষ্ট সার্ভিস/লিংক লাইন নির্মাণ এবং লিকেজযুক্ত গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/আইসোলেশন/টাই-ইন কাজ;
- ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের এলাইনমেন্টের মধ্যে ৪˝ ও ৮˝ ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি, ২৪৭ মি. গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর;
- মেঘনা ঘাট টিবিএস হতে মেঘনা প্রাইভেট ইকোনোমিক জোন-এ ১৬˝ ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি, ২.৫ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও মডিফিকেশন;
- আমিনবাজার সিজিএস হতে হেমায়েতপুর চামড়া শিল্প এস্টেট, সাভার-এ ১৬˝ ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি, ৮.৫ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ এবং ৪০ এমএমসিএফডি ডিআরএস ফেব্রিকেশন ও কমিশনিং;
- ধনুয়া টিবিএস রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত ২০˝ ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি, ১৮.৫ কি.মি. নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ;
- গজারিয়াস্থ টিবিএস হতে আব্দুল মোনেম লিঃ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ১২˝ ব্যাস, ১৪০ পিএসআইজি, ৮ কি.মি. গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ;
- গজারিয়া টিবিএস নির্মাণ, ফেব্রিকেশন ও মডিফিকেশন;
- বাসন সড়ক ও চৌধুরী বাড়ি সড়ক, (পেগাসাস ফ্যাক্টরী সংলগ্ন) ভোগড়া, গাজীপুর এ ৪˝ ব্যাসের ২৯১০ মিটার এবং ২˝ ব্যাসের ৬৩৬ মিটার পাইপ লাইন পুনর্নির্মান এবং সংশ্লিষ্ট সার্ভিস লাইন স্থানান্তর; এবং
- নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ এলাকায় কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাস ও চাপের ১১ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ গ্রাহক ব্যয়ে সম্পাদন করা হয়েছে।

পূর্ত কার্যক্রমঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে চলমান পূর্ত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

- কেন্দ্রীয় মাল্টিপারপাস গোডাউন সংলগ্ন তিনতলা অফিস ভবন নির্মাণ;
- প্রধান কার্যালয় ভবনের দ্বিতীয় তলায় কনফারেন্স হল এবং মিটিং রুম নির্মাণসহ অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা;
- হাজারীবাগ ডিআরএস এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
- মিরপুর ডিওএইচএস ডিআরএস এর গার্ডরুম, ক্রু রুম ও ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ;
- দনিয়াস্থ কোম্পানীর নিজস্ব জায়গায় ৬তলার ভিতসহ ৩য় তলা অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণ;
- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান ষ্টাফ কোয়ার্টার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ;
- আবিডি ময়মনসিংহ অফিসের জন্য ক্রয়কৃত জমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ (তৃতীয় পর্যায়);
- জামালপুর ইকোনমিক জোনে অভ্যন্তরীণ ডিআরএস নির্মাণের জন্য প্রদত্ত জমিতে বাউন্ডারি ওয়াল, সিপি রুম, গার্ড রুম, ডিআরএস ফেন্সিং, অভ্যন্তরীণ রোড নির্মাণ, সাইট ডেভেলপমেন্ট ও অন্যান্য কাজ;
- নন্দীপাড়া ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান একতলা কর্মচারী আবাস ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (২য় ও ৩য়) তলা; এবং
- আদমজী ইপিজেড টিবিএস/ডিআরএস এ মাটি ভরাট ও অপসারণ, গার্ড রুম, ডিআরএস ফেন্সিং, অভ্যন্তরীণ রোড, ওয়াচ টাওয়ার, প্লাটফর্ম, ড্রেনেজ, পাইপ সাপোর্ট নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রমঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ রয়েছেঃ

- ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লি.-এর ৫৮৪ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- রিলায়েন্স বাংলাদেশ এলএনজি বেজ্‌ড কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিসিপিপি)-এর ৭১৮ মেগাওয়াট (নেট) প্রকল্পে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম;
- সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার কোম্পানী লি.-এর ৫৮৩ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম; এবং
- মেঘনা সুগার রিফাইনারি লি.-এর ৩১.৫ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে।

Installation of Pre-paid Gas Meter প্রকল্পঃ

জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ ঋণ প্যাকেজভূক্ত Natural Gas Efficiency Project (BD-P78) এর অধীনে জাইকা, জিওবি ও টিজিটিডিসিএল-এর অর্থায়নে ২ লক্ষ আবাসিক প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য "প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL)" প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বনানী, বাড্ডা, ভাষানটেক, বিমানবন্দর, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা পূর্ব, উত্তরা পশ্চিম, উত্তরখান দক্ষিণখান, খিলক্ষেত, দারুস সালাম, গুলশান, হাতিরঝিল, কাফরুল, খিলগাঁও, মিরপুর, পল্লবী, রামপুরা, রূপনগর, শাহ আলী, শেরেবাংলানগর, তেজগাঁও, ও ভাটারা এলাকায় দুই লক্ষ প্রিপেইড মিটার স্থাপিত হয়েছে। অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৯৮.৯৪ কোটি টাকা (জাইকা ৪৪০.৬৮ পকাটি টাকা, জিওবি ৫৬.৯২ কোটি টাকা এবং নিজস্ব অর্থায়ন ১.৩৪ কোটি টাকা) এবং মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্বালানির সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহার, সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, গ্রাহকবান্ধব আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি গ্যাস সাশ্রয়ের পাশাপাশি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন।

প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Pegasus International (UK) Ltd.-এর সাথে ০৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে পরামর্শকগণ কাজে যোগদান করেন। ১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে টিজিটিডিসিএল ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Toyokeiki Co. Ltd., Japan, এর মধ্যে একটি Engineering, Procurement & Construction (EPC) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জাইকার সম্মতি প্রাপ্তির পর ২০ মার্চ ২০১৭ হতে চুক্তি কার্যকর হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে গ্রাহক আঙিনায় মিটার স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয় এবং ইতোমধ্যে সকল মিটার (২ লক্ষ টি) স্থাপন এবং তা প্রিপেইড মোডে একটিভকরণ সুসম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় স্বতন্ত্র Data Center এবং Disaster Recovery Center নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Point of Sale (POS) পরিচালনার জন্য UCBL ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় POS চালু করা হয়েছে এবং গ্রাহকগণ সহজেই প্রিপেইড কার্ড রিচার্জ করতে পারছেন।

২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ৮৬.৪৫ কোটি টাকার বিপরীতে ৮৬.০২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫০% । এ যাবত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫% ।

প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধে গ্রাহক সচেতনতা ও আবাসিক পর্যায়ে গ্যাস সাশ্রয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, চলমান প্রকল্পের অধীনে অতিরিক্ত আরো ১.২০ লক্ষ প্রিপেইড মিটার স্থাপনের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ২ বৎসর বৃদ্ধি অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত করার প্রস্তাবসহ প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত আরডিপিপি অনুমোদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে।

Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প:

ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান NE Climate A/S বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পটি বিগত ০৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অনুমোদন সাপেক্ষে যাত্রা শুরু করে। প্রকল্পের PDD এবং United Nation Methodologies মোতাবেক ২০১৭ সালে প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ, পরিমাপকরণ ও মেরামত করা হয়। বর্ণিত কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৩৮টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মোট ৩৫,২৫৩ টি রাইজার লিকেজযুক্ত পাওয়া যায়। প্রাপ্ত লিকেজযুক্ত গ্যাস রাইজারসমূহ মেরামতের মাধ্যমে সর্বমোট ৪,০৬,৭০৩.৩ Liter per Minute বা ৮,৬১,৭৭৫ CFH বা ২০.৬৮ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়।

বর্ণিত মেরামতকৃত রাইজারসমূহে পুনরায় গ্যাস লিকেজ সৃষ্ট হয়েছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে প্রতিবছর Monitoring কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তদনুযায়ী ২০১৮ সালে মোট ২৭,৮৮০ টি মেরামতকৃত রাইজার পুনঃপরীক্ষায় ৩৩১ টি পুনঃপরিলক্ষিত গ্যাস লিকেজ ও ২৯১ টি নতুন লিকেজ মেরামত করা হয়। অনুরূপভাবে ২০১৯ সালে ২৭,৪৬০ টি মেরামতকৃত রাইজার পুনঃপরীক্ষাপূর্বক ৩২১ টি পুনঃপরিলক্ষিত গ্যাস লিকেজ ও ৩৭৪ টি নতুন লিকেজ পাওয়া যায় যা মেরামত করা হয়। এছাড়াও, UNFCCC কর্তৃক প্রকল্পের ২০১৮ সালের Monitoring কার্যক্রম ফেব্রুয়ারী-২০১৯ মাসে সন্তোষজনকভাবে Verification হওয়ায় মোট ৩৩,৭৮,৬১১ unit CERs (tCO2e) আর্ন্তজাতিক বাজারে বিক্রীর জন্য ইস্যু করা হয়েছে। একই ধারাবহিকতায় ২০১৯ সালের Monitoring কার্যক্রম মার্চ-২০২০ মাসে টঘ কর্তৃক াবৎরভু করা হয়েছে, তবে চুড়ান্ত ফলাফল এখনও পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে ৩য় Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে তা ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের Monitoring & verification কার্যক্রম UN Methodology মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের Agreement মোতাবেক প্রকল্পটি UNFCCC রেজিস্টাড হওয়ায় ১% upfront payment হিসাবে ১৮৩৬৪.৭২ ইউরো এবং ১ম Monitoring পর্যায়ের কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ১৩,৪৬৪ ইউরো NE climate A/S তিতাস গ্যাস কোম্পানীকে প্রদান করেছে। এছাড়া, Certified CER Sale এর মাধ্যমে চুক্তি মোতাবেক কোম্পানী ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত গ্যাস শিল্পখাতে ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি এবং Green House Gas (GHG) গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি এখন ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম/প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি :

বিতরণ নেটওয়ার্ক পুনর্বাসন কার্যক্রম:

- ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে বিভিন্ন ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও সংশ্লিষ্ট সার্ভিসলাইন নির্মাণ এবং লিকেজযুক্ত গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর/আইসোলেশন/টাই-ইন কাজ সম্পাদন করা;
- গাজীপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের উত্তরপাশে এপেক্স রোডে ২" ও ৬" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ও সার্ভিসলাইন পরিবর্তনের জন্য ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ;

- টঙ্গি, গাজীপুর এলাকার জরাজীর্ণ বিতরণ লাইন পরিবর্তনের জন্য ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ;
- সাসেক সংযোগ সড়ক প্রকল্প-২ এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব সংযোগ সড়কের পার্শ্ব থেকে পাইপলাইন অপসারণের জন্য ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ।
- ঢাকা আইসোলেসনের জন্য টঙ্গী টিবিএস মডিফিকেশন করে টঙ্গী টিবিএস হতে তুরাগ নদীর টঙ্গী প্রান্ত পর্যন্ত ১৬´´ ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি ৩ কি.মি বিতরণ লাইন নির্মাণ পূর্বক ডিসিএফ লাইনের সাথে সংযোগ প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ;
- তিতাস অধিভুক্ত গাজীপুর ও ময়মনসিংহ (ভালুকা) অংশ মিটারিং এর মাধ্যমে আইসোলেশন কার্যক্রমের নিমিত্ত ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ;
- কোম্পানীর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করণার্থে বিভিন্ন সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস মডিফিকেশন/নির্মাণ কার্যক্রম প্রাধিকার অনুযায়ী ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা; এবং
- ঢাকা-কাঁচপুর-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণ ও উভয়পাশে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ইউটিলিটি অপসারণ কার্যক্রম এর লক্ষ্যে গ্যাস পাইপলাইনসমূহ স্থানান্তরকরণ।

পূর্ত ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কার্যক্রম:

- প্রধান কার্যালয় ভবনের ফায়ার এলার্ম ও স্মোক ডিটেকটর স্থাপন, স্যানেটারী ও প্লাম্বিং সিস্টেম পরিবর্তনসহ অন্যান্য কাজ;
- দনিয়াস্থ কোম্পানীর নিজস্ব জায়গায় কর্মকর্তা ও কর্মচারী আবাস ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ;
- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ, কন্ট্রোল ভবন সম্প্রসারণ, তৎসংলগ্ন এলাকায় মাটি ভরাট ও প্লাটফর্ম নির্মাণ;
- কদমতলী ডিআরএস এলাকায় ৪তলার ভিতসহ দোতলা কন্ট্রোল ভবন, গার্ড রুম, অভ্যন্তরীণ রাস্তাসহ আনুষঙ্গিক নির্মাণ;
- কোম্পানীর মাজার রোডের জমিতে ১৪তলা ১টি অফিস ভবন ও ২টি কর্মকর্তা ও কর্মচারী আবাসিক ভবন নির্মাণের ডিজাইন, ড্রয়িং ও প্রাক্কলন প্রণয়ণের লক্ষ্যে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং পরিবহন বিভাগের জন্য কার পার্কিং শেড নির্মাণ;
- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় অফিস ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ; এবং
- ভান্ডার বিভাগের জন্য ডেমরা সিজিএস এলাকায় প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল দ্বারা গোডাউন নির্মাণ কাজ।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম:

- সিগমা পাওয়ার লি.-এর ৫০ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য চুক্তি সম্পাদন;
- এমবিয়েন্ট স্টিল লি.-এর ৪৩ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য চুক্তি সম্পাদন;
- প্যাকমেট ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর ১২.৯ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য চুক্তি সম্পাদন; এবং
- লিনা পাওয়ার এন্ড এনার্জি লি.-এর ১২ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য চুক্তি সম্পাদন।

টিজিটিডিসিএল-এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প:

তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, আরিচা, সাটুরিয়া, ধামরাই, সাভার ও তৎসংলগ্ন শিল্পবর্ধিষ্ণু এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ, এবং শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪´´ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ৬০ কি.মি সঞ্চালন লাইন ও মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০´´ ব্যাস x ৩০০ পিএসআইজি x ২৫ কি.মি বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ এবং এলেঙ্গায় একটি ইনটেক মিটারিং ষ্টেশন নির্মাণ, মানিকগঞ্জে একটি নতুন সিজিএস নির্মাণ, ধামরাই এ একটি নতুন টিবিএস, ও নরসিংদী ভাল্ভ স্টেশন #১২-এর মডিফিকেশন করতঃ বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের ২৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহের জন্য ক্যাপাসিটি উন্নয়ন, মিটারিং ব্যবস্থা ও লোড ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি প্রবর্তন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় কোম্পানীর গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে এ প্রকল্পের রুট সার্ভে, আইইই ও ইআইএ ইতঃমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল হতে ছাড়পত্র লিকুইডিটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীণ আছে।

“সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পে ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়ক বরাবর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন” প্রকল্পঃ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক SASEC সংযোগ সড়ক প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুরের ভোগড়া বাইপাস হতে নাওজুরী, কোনাবাড়ী, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল বাইপাস হয়ে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত বিদ্যমান সড়কটিকে মাঝখানে ডিভাইডারসহ উভয়পার্শ্বে সম্প্রসারণ করে ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানীর বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১৬" ও ২০" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২১৪ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন এবং ৩/৪" -৮" ব্যাসের ৭কি.মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৩৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের বিপরীতে লিকুইডিটি সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে এবং প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে।

গড়াই, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল এলাকায় সাসেক প্রকল্পের আওতায় গ্যাস পাইপলাইন উন্মুক্তকরণ।

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন প্রকল্প:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জয়দেবপুর - ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর মোড় হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৪-লেন বিশিষ্ট রাস্তা জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানীর বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১২"-১৬" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ১৭৭.৫ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন ও ৩/৪" -৮" ব্যাসের ১০কি.মি. সার্ভিস লাইন ও বিতরণ লাইনসমূহকে সংশ্লিষ্ট স্টেশনের সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ২০" ব্যাসের ১.৫ কি.মি. হেডার নির্মাণ এবং ০৪টি গ্যাস স্টেশনের মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৬৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীণ আছে।

ঢাকা শহরে বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন ও উন্নয়ন এবং GIS নক্সা প্রস্তুতকরণ ও SCADA সিস্টেম স্থাপন:

ঢাকা শহরে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্পচাপ নিরসন, লিকেজজনিত দুর্ঘটনা রোধ, জনসাধারনের সুরক্ষা এবং কাঙ্খিত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস বিপণন ও গ্রাহক সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে উন্নততর পরিকল্পনা, নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন সহজীকরনার্থে প্রস্তাবিত গ্যাস নেটওয়ার্কসহ টিজিটিডিসিএল এর ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নক্সা প্রস্তুতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে জিওবি ও টিজিটিডিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী ৬০টি এলাকায় ২"-২০" ব্যাসের ৬০০ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ, ৩/৪"-২" ব্যাসের প্রায় ৯৯,০০০ টি সার্ভিস সংযোগ স্থানান্তর করা হবে এবং প্রস্তাবিত গ্যাস নেটওয়ার্কসহ টিজিটিডিসিএল এর ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নকশা প্রস্তুতকরণ এবং টিজিটিডিসিএল এর গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে।

তিতাস গ্যাসের ৪ লক্ষ প্রিপেইড মিটার স্থাপন :

টিজিটিডিসিএল এর মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার জনিত অপচয় রোধ, সিস্টেম লস হ্রাস, অগ্রিম বিল আদায় ও কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় “৪ লক্ষ প্রিপেইড মিটার স্থাপন” প্রকল্পের আওতায় প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার যেসকল এলাকায় প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়নি সে সকল এলাকা এবং যেসব এলাকায় আংশিক প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে সেসব এলাকার অবশিষ্ট মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৪ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে IDA/WB/ADB/JICA/-Japan Bank for International Co-operation (JBIC) এর অর্থায়ন বিবেচনার জন্য প্রণীত Preliminary Development Project Proforma (PDPP) বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে ।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর নেটওয়ার্কের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প :

তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় বর্তমান গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের চাহিদার তুলনায় বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্কের গ্যাস প্রবাহ সক্ষমতা অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। অনুমোদিত ও কার্যকর করার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে আরও শিল্পগ্রাহকসহ বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান, অনুমোদিত এবং কার্যকর করার জন্য অপেক্ষমান গ্রাহক এবং ভবিষ্যত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য বিদ্যমান নেটওয়াকের্র সক্ষমতা উন্নয়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে তিতাস অধিভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫৪.৬ কি.মি. ১২" থেকে ২০" ব্যাসের ১৯টি বিতরণ লাইন নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্যাস স্টেশন নির্মাণ/মডিফিকেশন করা হবে।

কোম্পানীর আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের রাইজার হতে সৃষ্ট গ্যাস লিকেজ বন্ধ করার মাধ্যমে গ্যাস নিঃসরণ রোধ প্রকল্প :

কোম্পানীর আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের রাইজার হতে সৃষ্ট গ্যাস লিকেজ বন্ধ করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধ, গ্যাস

লিকেজ জনিত দূর্ঘটনা রোধসহ সাধারণ জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গ্যাস রাইজার হতে গ্যাস লিকেজ জনিত দূর্ঘটনা রোধ ও গ্রীণ হাউজ গ্যাস মিথেন এর নি:সরণ রোধ করা সম্ভব হবে ফলে পরিবেশের উপর ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বেজা'র আওতাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ :

বাংলাদেশে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেজার নিয়ন্ত্রনাধীণে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় বেজার অনুমোদনপ্রাপ্ত ১৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কোম্পানী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৯টি গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ ১৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাসের মোট চাহিদা ৬১৫ হতে ৬৩৩ এমএমসিএফডি। চাহিদার বিপরীতে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ১২˝ ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি, ২২.৬৫ কি.মি., ১২˝ ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি, ১৩১.৬ কি.মি. এবং ২০˝ ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি, ৬ কি.মি. গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণসহ নতুন সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস নির্মাণ অথবা কতিপয় সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস/এমএন্ডআর স্টেশন মডিফিকেশনের প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে সিটি ইকোনোমিক জোন ও আকিজ ইকোনোমিক জোন-এ গ্যাস পাইপলাইন কমিশনিং করা হয়েছে। এছাড়া আব্দুল মোনেম ইকোনোমিক জোন এর গ্যাস পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ও জামালপুর ইকোনোমিক জোন-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও ডিআরএস নির্মাণ/এমএন্ডআর স্টেশন মডিফিকেশন কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া, মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনোমিক জোন ও মেঘনা বেসরকারী ইকোনোমিক জোন-এর জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও এমএন্ডআর স্টেশন মডিফিকেশন কাজ চলমান রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্জল বাস্তবায়ন করছে। এই জাপানিজ ইকোনমিক জোন-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে নক্সা, প্রাক্কলন ও দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া হামিদ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে নক্সা ও প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ পূর্বক মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আরও ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল-কুমিল্লা ইকোনোমিক অঞ্চল, আমান ইকোনোমিক জোন, আরিশা ইকোনোমিক জোন, সোনারগাঁও ইকোনোমিক জোন ও বে ইকোনোমিক জোন-এ গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজা ও টিজিটিডিসিএল এর মধ্যে আলাদা ভাবে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক (Tripartite MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল - এ কে খান ইকোনোমিক জোন, গজারিয়া ইকোনোমিক জোন, ঢাকা সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল, বসুন্ধরা স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইষ্ট-ওয়েষ্ট স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হোসেনদী ইকোনোমিক জোন-এ গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাথমিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে গ্যাস সরবরাহ শুরু হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি তিতাস গ্যাসের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম

IT System-এর আধুনিকায়ন :

কোম্পানীর সকল পর্যায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ও যুগোপযোগী ওয়েব বেইজ্ড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম থেকে মিটারযুক্ত, মিটারবিহীন, বাল্ক সহ সকল শ্রেণির গ্রাহকদের বিল প্রক্রিয়াকরণ ও লেজার সংরক্ষণের পাশা পাশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, জিপিএফ, ঋণ, বোনাস ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রক্রিয়া করণ করা হচ্ছে। উক্ত সিস্টেম থেকে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি পাওয়া যাচ্ছে :

- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ৩৪টি ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চ থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন এবং কেন্দ্রীয় সার্ভারে গ্রাহক লেজার হাল নাগাদ হচ্ছে;
- মাসিক গ্যাস বিলের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণকে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে;
- রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণ কোম্পানীর ওয়েব পোর্টাল থেকে তাদের বকেয়া বিলের তথ্যাদি জানতে পারছেন এবং কোন অভিযোগ থাকলে তা অনলাইনে দাখিল করতে পারছেন;
- নিজস্ব ডোমেইন এর মাধ্যমে ই-মেইল চালু হয়েছে;
- কোম্পানীর প্রাধান কার্যালয়ের ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের প্রাধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের নাম, মোবাইল ফোন নম্বর, আনুষঙ্গিক তথ্যাদি এবং গ্যাস সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্য চিত্র ইত্যাদি প্রধান কার্যালয়ের নিচ তলায় ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে;
- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাদের বেতন, বোনাস ইত্যাদি তথ্যাদি এসএমএস-এর মাধ্যমে নিয়মিত জানানো হচ্ছে;

- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভার হতে Acknowledgement SMS গ্রাহক বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে;
- ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে কোম্পানীর বার্ষিক/অর্ধবার্ষিক হিসাব সহ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা সহজতর এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে হিসাব চূড়ান্ত করা সম্ভব হচ্ছে;
- কোম্পানীর বিভিন্ন শাখা/বিভাগ ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সফট্ওয়্যার ব্যবহার করছে;
- কোম্পানীর নিজস্ব কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যে কোন ব্যাক্তি এ কলসেন্টার (১৬৪৯৬) এ সরাসরি যোগাযোগ পূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন অথবা যে কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন;
- মিটার যুক্ত ও মিটার বিহীন গ্রাহকরা বর্তমানে ডাচবাংলা ব্যাংকের রকেট, নেক্সাস পে, নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন। শীঘ্রই গ্রাহকগণ যাতে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকে বিল পরিশোধ করতে পারেন তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে; এবং
- মিটার যুক্ত ও মিটার বিহীন গ্রাহকগণ পোর্টাল হতে তাদের হাল নাগাদ প্রত্যায়ন পত্র প্রিন্ট নিতে পারছেন। শীঘ্রই বাল্ক গ্রাহকগণও এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পাইপলাইন অপসারণ :

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও অবৈধ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানীর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স এর মনিটরিং এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২৩টি অভিযানে উৎসমুখ চিহ্নিত ৩৭৫টি পয়েন্টে প্রায় ৩৮৬ কিলোমিটার অবৈধ পাইপলাইনের গ্যাস সংযোগ এবং প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৯টি বার্ণারের অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি/মামলা করা হচ্ছে। অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে জড়িত থাকার কারণে কোম্পানীর ২জন কর্মকর্তার ১টি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি বাজেয়াপ্তকরণ, ১জন কর্মকর্তাকে সতর্কীকরণ/তিরস্কার পত্র প্রদান,

অবৈধ গ্যাস বিতরণ লাইন উচ্ছেদ অভিযান।

২জন কর্মকর্তাকে বরখাস্তকরণ এবং ৩জন কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্তকরণসহ ৪জন কর্মচারীকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারী একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

এছাড়া, অবৈধভাবে পাইপলাইন স্থাপন ও অবৈধ সংযোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ফলে কিছু কিছু এলাকায় অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ নিজ উদ্যোগে অবৈধ পাইপলাইন অপসারণসহ অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করছেন। অবৈধ পাইপলাইন অপসারণসহ সংযোগ বিচ্ছিন্নের তথ্যাদি প্রতিনিয়ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সর্বসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে। অবৈধ পাইপলাইন অপসারণসহ অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের এ অভিযান অব্যাহত আছে।

কোম্পানীর ভিজিল্যান্স/বিপণন/রাজস্ব ডিভিশনের পরিদর্শন টিমের কার্যক্রম :

গ্যাস কারচুপি ও অবৈধ গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে কোম্পানীর ভিজিল্যান্স ডিভিশন কর্তৃক শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক প্রভৃতি শ্রেণির গ্রাহকদের আঙ্গিনা পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ভিজিল্যান্স টিমের এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্যাস কারচুপি/অবৈধ সংযোগ/অনুমোদন অতিরিক্ত ক্ষমতার স্থাপনায় গ্যাস ব্যবহারের কারণে ১০টি শিল্প, ২টি ক্যাপটিভ, ৩টি সিএনজি, ১টি বাণিজ্যিক ও ১৮টি আবাসিকসহ মোট ৩৪টি গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

এছাড়াও, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানীর বিপণন/রাজস্ব ডিভিশন কর্তৃক শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক প্রভৃতি শ্রেণির গ্রাহকদের আঙ্গিনা পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যার আওতায় গ্যাস কারচুপি/অবৈধ সংযোগ/অনুমোদন অতিরিক্ত ক্ষমতার স্থাপনায় গ্যাস ব্যবহার/বকেয়া বিলের কারণে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩,৯১১ টি গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানীর ভিজিল্যান্স/বিপণন/রাজস্ব ডিভিশন কর্তৃক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলঃ

গ্রাহক শ্রেণি	গ্যাস কারচুপি/অবৈধ উপায়ে গ্যাস ব্যবহার/ অনুমোদন অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারের কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ গ্রাহক সংখ্যা	গ্যাস বিল বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্নকরণ গ্রাহক সংখ্যা	মোট
শিল্প	৩৬	৫৯	৯৫
সিএনজি	৮	১৫	২৩
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১০	২৮	৩৮
বাণিজ্যিক	৭৩	১৫৫	২২৮
আবাসিক	৯৮৬	২,৫৪১	৩,৫২৭
		সর্বমোট	৩,৯১১

বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আলোচ্য অর্থবছরের বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয় :

কোম্পানীর বিপণন ব্যবস্থায় গ্যাসের চাহিদা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন ঘাটতি থাকায় পেট্রোবাংলার বরাদ্দ অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৮,০১৭.০০ ও ১৭,৬৬৪.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার নির্ধারণ করা হয়। এর বিপরীতে প্রকৃত গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫,৪১৬.৭৮ ও ১৫,১০৭.৪০ মিলিয়ন ঘনমিটার।

বিগত পাঁচ বছরের গ্রাহকভিত্তিক গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসংখ্যান প্রদর্শিত হল:

(এমএমসিএম)

গ্রাহক শ্রেণি	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০	
	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়
বিদ্যুৎ (সরকারি)	১,৯৮৪.৫৫	১,৯২৯.৭৮	২,০৮৩.৭০	২,০৫২.৫৫	২,০০৮.৭০	১,৯৮৫.৮১	২,৬৪১.৫৯	২,৪৮৩.২৮	২,২৭১.৫৯	২,২২৫.৮৬
বিদ্যুৎ (বেসরকারি)*	৩,১৮৫.৪৬	৩,০৯৯.৫৪	৩,১৫৩.১৮	৩,১১১.৫৪	৩,০৭৮.১৫	৩,০৩৯.৮৪	১,৮০৯.৪৪	১,৭১৩.৬৫	২,৫১৪.৬৮	২,৪৬২.৮২
সার	৬০৪.৪৬	৫৮৬.৬৭	৫১৪.৮৪	৫০৮.৯০	৩১৯.৩৮	৩১৪.৯৩	৪২২.৪৩	৩৯৪.০১	২৬২.০০৮	২৫৬.৪৯
শিল্প	৩,৭৩৫.১৮	৩,৬৩৪.৪১	৩,৮৫৩.৯১	৩,৮০৭.৪৯	৩,৯৬৮.০৮	৩,৯২৩.৩৮	৪,১৪৩.৮৪	৩,৯০৭.৩৭	৩,৬৮৭.৬৬	৩,৬১৩.৯২
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৩,৯৬০.৭৬	৩,৬৩৪.৪১	৩,৮৭৩.৭৫	৩,৮২৫.৪৮	৩,৮৯৮.৯৮	৩,৮৫৮.১২	৪,৫৪১.৯২	৪,২৮৪.৯৯	৩,৫২৩.৫৫	৩,৪৫৩.০৯
সিএনজি	৮২৩.২৭	৮০০.৯৫	৮০০.৩২	৭৯০.৬৯	৭৮৩.৬২	৭৭৫.২২	৭৩২.১৫	৬৯১.৫২	৫৮১.৫৪	৫৬৯.৯৩
বাণিজ্যিক	১৪৮.৮৪	১৪৪.৬৯	১৩৬.০০	১৩৪.২৭	১২৮.৫৮	১২৬.৯৯	১১৫.৫৯	১০৯.০১	৯২.৪৪	৯০.৫৯
আবাসিক	২,৬০২.১২	২,৫৩১.৫৭	২,৮২১.১৩	২,৭৮৮.০৭	২,৯৬৯.০৩	২,৯৩৭.৪৬	৩,১৬৫.৯১	২,৯৮৩.৭৮	২,৪৮৪.৩১	২,৪৩৪.৭১
মোট	১৭,০৪৪.৬৫	১৬,৫৮৩.৩৩	১৭,২৩৬.৮৩	১৭০১৮.৯৯	১৭,১৫৪.৫২	১৬,৯৬১.৭৫	১৭,৫৭২.৮৯	১৬,৫৬৭.৬১	১৫,৪১৬.৭৮	১৫,১০৭.৪০

* বিদ্যুৎ (বেসরকারি) শ্রেণির কিছু গ্রাহকের বিলের আংশিক শিল্প রেটে ও ক্যাপটিভ পাওয়ার রেটে হয়ে থাকে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.০৩১ এমএমসিএম গ্যাসের সমপরিমাণ কনডেনসেটসহ মোট বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ ১৫,১০৮.৪৩৫ এমএমসিএম।

গ্যাস সরবরাহ এবং সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি:

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টি গ্যাস বিপণন কোম্পানী স্ব স্ব আওতাধীন এলাকায় পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের আঙ্গিনায় গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। এর মধ্যে তিতাস গ্যাস দেশে মোট উৎপাদিত গ্যাসের প্রায় ৫৩.৫৬% বিপণন করছে।

বর্তমানে তিতাস নেটওয়ার্ক-এ দৈনিক কম-বেশি ১,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সঞ্চালিত হচ্ছে। ফলে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাসের স্বল্পচাপ জনিত সমস্যা বহুলাংশে দূরীভূত হয়েছে। এছাড়া, গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদন হ্রাস বা কম্প্রেসর বন্ধ হওয়ার কারণে গ্যাস সঞ্চালনে ঘাটতি হয়ে গ্যাসের চাপ হ্রাস পেলে তা মোকাবেলায় সকল ডিআরএস (DRS)/টিবিএস (TBS) সমূহে বাই-পাস (By-Pass) ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। গ্যাসের মোট সরবরাহ প্রায় ৩,২০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হওয়ায় কোম্পানীতে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ঘাটতি কিছুটা কমেছে। তদুপরি, এখনও কোম্পানীতে ৫০০ এমএমসিএফডি গ্যাসের ঘাটতি রয়েছে। পবিত্র রমজান ও সেচ মৌসুমে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কোম্পানীর আওতাধীন সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত চাপে গ্যাস সরবরাহ চালু রাখা হয়েছে।

বিদ্যমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে দৈনিক প্রায় ৭২০ এমএমসিএফডি পরিমাণ এলএনজি মহেশখালীতে নির্মিত Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU)-এর মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। আমদানীকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের পর কোম্পানীতে দৈনিক গ্যাস সরবরাহ প্রায় ১৫০ এমএমসিএফডি পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের চাপ স্বল্পতা কিছুটা গ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি মহেশখালী-আনোয়ারা-ফৌজদারহাট এবং ফৌজদারহাট-ফেনী-বাখরাবাদ সঞ্চালন গ্যাস পাইপ লাইন দু'টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে যার ফলে টিজিটিডিসিএল এলাকায় রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ সহজতর হয়েছে। এছাড়া, দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণকল্পে এলএনজি আমদানীর লক্ষ্যে একাধিক FSRU ও Land Based Terminal নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ পেট্রোবাংলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

জিটিসিএল কর্তৃক বাখরাবাদ-হরিপুর ৪২" পাইপলাইন নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে। এই পাইপলাইন হতে মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় প্রস্তাবিত তিনটি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বেশ কিছু ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি এখন আলোচ্য অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

রাজস্ব ও আদায়ঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানী তার গ্রাহকপ্রান্তে মোট ১৫,১০৮.৪৩৫ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করে মিটার ভাড়া ও সারচার্জসহ সর্বমোট ১৬,৯৫০.৪১ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে, যার পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ১৩,৬২২.০৯ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, ০১ জুলাই ২০১৯ হতে BERC কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে প্রায় ৩২% মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ্রাহকভিত্তিক রাজস্ব পাওনা ও আদায়ের তথ্য নিম্নে দেখানো হল:

(কোটি টাকা)

গ্রাহক শ্রেণি	২০১৯-২০			২০১৮-১৯		
	রাজস্ব পাওনা	আদায়	(কম)/বেশী	রাজস্ব পাওনা	আদায়	(কম)/বেশী
বিদ্যুৎ (সরকারি)	৮৫২.৮২	৮০৭.৮৬	(৪৪.৯৬)	৭০৪.৬৩	৬৭৩.১৭	(৩১.৪৬)
বিদ্যুৎ (বেসরকারি)	২,১৭২.৯১	১,৯০২.৩১	(২৭০.৬০)	১,৪০৬.৫৪	১,১৯১.৭৯	(২১৪.৭৫)
সার	১২৪.৪১	১২১.৬৬	(২.৭৫)	৭২.৬৮	১০২.৫৭	২৯.৮৯
শিল্প	৩,৮১৪.৪৬	৩,৪৫৪.৭১	(৩৫৯.৭৫)	২,৯৪৭.৩০	২,৯১৩.৯৭	(৩৩.৩৩)
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪,৫৭২.৮৭	৪,০৮২.৩২	(৪৯০.৫৫)	৩,৩৭৮.৭৮	৩,৩১৮.৪২	(৬০.৩৬)
সিএনজি	২,০৫৩.২৯	১,৯৮৬.৩৯	(৬৬.৯০)	২,২৭৫.৩৪	২,৩০০.১৭	২৪.৮৩
বাণিজ্যিক	২১৫.১৬	১৯০.৬৯	(২৪.৪৭)	১৮৭.৪৩	১৮৮.৯৫	১.৫২
আবাসিক	৩,১৪৪.৪৯	২,৬৩৬.৩৮	(৫০৮.১১)	২,৬৪৯.৩৯	২,৩৮৪.২১	(২৬৫.১৮)
সর্বমোট	**১৬,৯৫০.৪১**	**১৫,১৮২.৩২**	**(১,৭৬৮.০৯)**	**১৩,৬২২.০৯**	**১৩,০৭৩.২২**	**(৫৪৮.৮৭)**

আলোচ্য বছরে কোভিড-১৯ -এর প্রভাবের কারণে গ্যাস বিক্রয়ের তুলনায় আদায় কম হওয়ায় বকেয়ার পরিমাণ ১,৭৬৮.০৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহকদের নিকট থেকে বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২৮টি মামলা (অর্থ, দেওয়ানী, ফৌজদারী, প্রশাসনিক, রীট ও অন্যান্য মামলাসমূহ) দায়ের করা হয়েছে ও ১৪৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১,২০৩টি। আলোচ্য অর্থবছরে মামলাধীন গ্রাহকগণের নিকট হতে ৯৮.৮৩ কোটি টাকা আদায় হয়েছে, গত অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ১৪.৯৭ কোটি টাকা।

আর্থিক ফলাফল :

আলোচ্য বছরে কর পরবর্তী নীট মুনাফা ৩৫৯.৮১ কোটি টাকা Revenue reserve এ অন্তর্ভুক্ত এবং বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ঘোষিত লভ্যাংশ ২৫৭.২০ কোটি টাকা Revenue reserve হতে Current liabilities-এ স্থানান্তর করায় এ খাতে ১০২.৬১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের মধ্যে স্থানীয় ও বৈদেশিক ঋণ ৩২.৪০ কোটি টাকা, গ্রাহক জামানতের পরিমাণ ২৪৩.৫৩ কোটি টাকা, Retirement obligations-এর দায় ৪৮.৮৬ কোটি টাকা, Leave Pay খাতে ০.২৪ কোটি টাকা ও Deferred Tax Liability খাতে ৬.০৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সামগ্রিকভাবে এ খাতে ৩১৯.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য বছরে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ নীট ১৫৬০.৩৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ২,৮৬৪.৪৩ কোটি টাকা হয়েছে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি এবং গ্যাস বিক্রয় রাজস্বের তুলনায় আদায় কম হওয়ায় দেনাদার খাতে বৃদ্ধির পরিমাণ ১,৭৬৮.০৯ কোটি টাকা। ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পাওনাদার খাতে ১,০১১.৪১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৯৬০.২৩ কোটি টাকায় উপনীত হয়েছে।

পূর্ববর্তী অর্থবছরের সঙ্গে তুলনামূলক আর্থিক ফলাফলের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১৯-২০	২০১৮-১৯	(হ্রাস)/বৃদ্ধি
পরিশোধিত মূলধন	৯৮৯.২২	৯৮৯.২২	-
রাজস্ব সঞ্চিতি	৫,৮১৩.৫৭	৫,৭১০.৯৬	১০২.৬১
দীর্ঘমেয়াদী দায়	২,৭১০.৫৬	২,৩৯১.৫৬	৩১৯.০০
চলতি দায়	৮,২৮৬.৮৭	৭,১১৮.৪১	১১৬৮.৪৬
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ	২,৮৬৪.৪৩	৪,৪২৪.৭৯	(১৫৬০.৩৬)
স্থায়ী সম্পদ	১,৪৯৩.৯৯	১,৪৬৫.৪৩	২৮.৫৬
চলতি সম্পদ	১২,১৮৫.৭৫	৯,৩০৮.৯৩	২৮৭৬.৮২
বিক্রয় ও অন্যান্য পরিচালনা আয়	১৬,৯৮৭.৯৪	১৪,১৬৪.৪৮	২৮২৩.৪৬
বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্য	১৬,৩৬৮.৫২	১৩,৪৩৩.৯৯	২৯৩৪.৫৩
মোট লাভ	৬১৯.৪২	৭৩০.৪৮	(১১১.০৬)
প্রশাসনিক খরচ	৫১১.৪৬	৪৭৯.৮৮	৩১.৫৮
ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ	৭.৬৪	১০.২৩	(২.৫৯)
সুদখাতে আয় (নীট) ও অপরিচালনা আয়	৪২৩.৯২	৪০৩.৭৭	২০.১৫
কর পূর্ববর্তী মুনাফা	৫০৪.৬১	৬২৬.৬৩	(১২২.০২)
কর পরবর্তী মুনাফা	৩৫৯.৮১	৪৬৪.৪৭	(১০৪.৬৬)
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	৩.৬৪	৪.৭০	(১.০৬)

আলোচ্য বছরে গ্যাস ক্রয় ২,১৫৫.৮৮ এমএমসিএম ও বিক্রয়ের পরিমাণ ১,৪৬৬.০০ এমএমসিএম হ্রাস পেয়েছে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় ৩১.৫৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ ২.৫৯ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যান্য অপারেশনাল আয় ৮.৪৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে অপরদিকে নন অপারেশনাল আয় ২০.১৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রয় ও অন্যান্য পরিচালনা আয় ২,৮২৩.৪৬ কোটি টাকা এবং বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্য ২,৯৩৪.৫৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট লাভ ১১১.০৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। কোম্পানীর করপূর্ব ও করোত্তর মুনাফা উভয়ই যথাক্রমে ১২২.০২ কোটি টাকা ও ১০৪.৬৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৫০৪.৬১ কোটি টাকা ও ৩৫৯.৮১ কোটি টাকা হয়েছে। এতে শেয়ার প্রতি আয় বিগত বছরের ৪.৭০ টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ৩.৬৪ টাকা হয়েছে।

কর পূর্ব ও কর পরবর্তী নিট মুনাফা:

২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানীর অর্জিত কর পূর্ববর্তী ও কর পরবর্তী মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৫০৪.৬১ কোটি টাকা ও ৩৫৯.৮১ কোটি টাকা, যার পরিমাণ গত বছরে ছিল ৬২৬.৬৩ কোটি টাকা ও ৪৬৪.৪৬ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে শেয়ার প্রতি আয় ৩.৬৪ টাকা, যা গত বছরে ছিল ৪.৭০ টাকা।

লভ্যাংশ :

কোম্পানীর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ২৬% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ঘোষিত লভ্যাংশের পরিমাণ ২.৬০ টাকা।

আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষকের মন্তব্য:

- Long-term liabilities as disclosed in Note# 24 to the financial statements include customers' security deposit of Tk. 2,085.91 crore as on 30 June 2020. The Head Office of the Company maintains control ledgers with the information received from zone offices. But during our audit at zone offices we could not check and confirm such balances with the records of zone offices as the zone offices' general ledgers were not updated. Further, any list, address or any other particulars of the parties could not be made available to us. As a result, we could not ensure by accuracy of the balances from the records of the zone offices as well as sending balance confirmation letters to the parties.

- Required provision for pension fund of the eligible employees of the Company as on 30 June 2018 was Tk. 819.74 crore as per actuarial valuation done by M/s. Z Halim & Associates. As on the said date the Company's provision for the pension fund was only Tk. 30.00 crore resulting in a shortfall of provision of Tk. 789.74 crore for the said fund. The actuary firm, M/s. Z Halim & Associates recommended to make an annual provision of Tk. 188.90 crore for next five years to make up the said deficit. In addition, the required provision for the said fund for the year 2018-19 and 2019-20 has increased by Tk. 59.62 crore and Tk. 59.55 core respectively. Further Tk. 51.58 crore and Tk. 49.28 crore have been paid by the Company to the outgoing employees as final settlement for the year 2018-19 and 2019-20 respectively. As such, the required provision for pension fund as on 30 June 2020 has stood at Tk. 838.05 crore. But the management of the Company on the ground of inadequacy of fund as well as insufficient yearly profit decided to initially provide Tk. 188.90 crore in three years commencing from 2018-19 and thereafter to review the provision amount for the subsequent years against which the Company has made provision of Tk. 124 crore only till 30 June 2020. A further provision of Tk. 24.84 crore for the year 2018-19 and Tk. 24.00 crore for the year 2019-20 has been kept in the accounts. As a result, the provision for pension fund has remained short by Tk. 736.08 crore in the accounts as on 30 June 2020.

- Due to delay in payment of bills by the bulk customers (Power- PDB) the Company calculates and charges penal interest on the bill amounts of the respective customers. As such a total amount of Tk. 54.20 crore has been recognized as interest income up to 30 June 2020 and included in Trade Receivables shown in Note# 11. On the other hand, the Company accounted for meter rent and demand charges on its customer namely, PDB for Tk. 74.61 crore up to the year 2019-20. Further, the Company accounted for another income of Higher Heating Value (HHV) from its Private Power customers amounting to Tk. 39.52 crore up to the year 2019-20. The Company has been recognizing these income and receivables since the year 2002. Out of the said aggregated amount of Tk. 168.33 crore, there is no realization till date. On a query we came to know that the said customers are not interested to pay such penal interest as well as meter rent, demand charges and high heating value which remain unrealized for long. As a result, there is a substantial doubt as regards realization of the said penal interest, meter rent and high heating value receivable which require full provision in the accounts.

- Receivable from Encashment of FDR for Tk. 60.62 crore as disclosed in Note# 14 represents investment in Fixed Deposit Receipt (FDR) with Padma Bank Limited (formerly known as “The Farmers Bank Limited”) and ICB Islamic Bank Limited. Because of weak credit worthiness of the said banks there is a substantial doubt as regards realization of the said investment which require full provision in the accounts. But necessary provision in this regard has not been made in the accounts.

- The carrying amount of inventories as shown in the statement of financial position as on 30 June 2020 is Tk. 184.89 crore. But the accounting policies of the Company state that inventories are valued at cost which is a non-compliance with International Accounting Standard (IAS) 2: Inventories. IAS 2 requires valuation of inventories at the lower of cost and net realizable value. Physical verification of inventories done at 30 June 2013 identified dead stock worth Tk. 10.44 crore and obsolete stock worth Tk. 3.33 crore by the inventory committee at that time. But the Company did not make any adjustment in the accounts for the said items. Further, the Company conducted physical verification of inventories as on 30 June 2019. It identified huge quantities of dead and obsolete items but could not determine the value of such inventories. As a result, the value of inventories as on 30 June 2020 may include huge quantities of dead and obsolete items which could not be quantified thereof due to lack of information. Thus the carrying amount of inventories of the Company as on 30 June 2020 appears to be overstated.

- As disclosed in Note no. 31 to the financial statements, the company has reported cost of sales at Tk. 15,877.46 crore against purchase of 15,416,777,365 CM gas from different gas supplying companies for the year ended 30 June 2020. This purchase volume of gas has been determined by adding allowable system loss (@2% on gas volume received from the supplying companies through its own pipelines and 2.25% on the gas volume received via pipelines of Gas Transmission Company Limited) on the volume/quantities of gas sold by the Company to its customers during the year. Our examination of records, papers and correspondences with the supplying and transmitting companies regarding supply of gas to TGTDCL during the year under audit reveals that the supplying companies had supplied 2,139,913,063 CM more gas to TGTDCL than the recorded and reported quantities. This difference of gas volume (beyond the allowable system loss) is about 13.88% more than the reported volume of purchase. The actual excess system loss for previous year was 3.72% and the average for last five years was 0.95%. The Company had received around 88.19% of gas it had sold during the year through the pipeline of GTCL. But there are no measurement tools at the supplying and receiving points for gas transmitted by GTCL to TGTDCL. The management of the Company informed that GTCL has calculated the supply volume of gas based on their assumption as they do not have accurate metering system at their transmitting points and they did not consider the loss of gas due to leakage, their own usages, gas purging, etc. at the time of transmitting by them. Being the said excess system loss for the year 2019-20 abnormal the Company has referred this disputed matter to Bangladesh Oil, Gas and Minerals Corporation (Petrobangla), the parent company of TGTDCL and all other gas supplying and transmitting companies, for settlement and as such a committee comprising members from all the supplying and transmitting companies including TGTDCL has been formed by Petrobangla. The Committee has, reportedly, been working on the disputed issue and the outcome of the settlement is yet to be known. The value of the said excess gas volume has been estimated at Tk. 2,154.27 crore but the gas supplying companies have not yet raised any invoices except for Tk. 103.33 crore

claimed by GTCL. We could not determine the actual volume and value of excess loss of gas by the Company due to lack of reliable information. However, the Company has provided an amount of Tk. 491.05 crore against the above said disputed volume of gas which is 3% more than the allowable system loss. Furthermore, in determining deferred tax assets/liabilities this provision for disputed value of gas has not been considered.

- As per subsidiary loan agreement (SLA) between the Government of the Republic of Bangladesh and Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited (TGTDCL), the Company has received Tk. 27.42 crore as equity and recognized it as share money deposit. As per Gazette Notification No. **146/GdAvim/cÖt/cÖwcb/2020/01** dated 02 March 2020 by Financial Reporting Council (FRC), the capital received as share money deposit or whatever the name which is included in the Equity part of any company that cannot be refunded and the said amount shall be converted into share capital within 06 (six) months from the date of such receipt. Further, such share money deposit shall be considered in calculation of Earnings per share. However, the outstanding amount of such share money deposit stands at Tk. 178.49 crore as at 30 June 2020. But the Company has not converted this Share Money Deposit into the share capital of the Company as per the instruction given by FRC. Further, the Company refunded Tk. 0.14 crore in account of share money deposit after issuance of such letter from FRC for the year ended 30 June 2020.

- As per letter no. 07.01.0000.02.02.55.2015/270 dated 17 August 2015 of the Finance Division of Ministry of Finance regarding approval of incentive bonus, the subsidiaries along with Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (Petrobangla) shall take prior approval from the Finance Division of Ministry of Finance before distributing any incentive bonus to their employees. The Company has distributed a total of Tk. 61.50 crore as advance against incentive bonus to its employees for the years from 2014-15 to 2019-20. Out of the said amount Tk.11.89 crore has been distributed to the employees during the year under audit. Further, Tk. 17.22 crore has been adjusted against the said advance at the time of final settlement of the outgoing employees from the year 2014-15 to 2019-20. As a result, the outstanding amount of Advances against incentive bonus stands at Tk. 44.28 as on 30 June 2020. But no approval has been taken from the Finance Division of Ministry of Finance for payment of incentive bonus or advance against the same for the years from 2014-15 to 2019-20.

Emphasis of Matter

We draw attention to the fact as disclosed in:

- Note# 8 and 46 to the financial statements, which describes that the Company issued loan to Gas Transmission Company Limited (GTCL) and Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX) amounting to Tk. 1,079.97 crore and Tk. 113.75 crore respectively. These two companies are related parties to TGTDCL. Some of the Directors of TGTDCL are also the Directors of these two companies. But as per BSEC Order No. SEC/CMMRRCD/2006-159/Admin/02-10 dated 10 September 2006, loan to such companies could not be given without approval of the shareholders in general meeting. The Company did not get approval from AGM for giving such loan. However, the Company had to give those loans to GTCL and BAPEX as per decisions of the government to implement various energy projects of those companies/government under the approval of ECNEC and Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the Government of Bangladesh.

- Note# 28 to the financial statements, which describes that NBR claimed Tk. 4,168.65 crore from TGTDCL on account of income tax liabilities on net income of the Company for the years from AY 2009-10 to AY 2019-20 against which the Company has kept a total provision for Tk. 2,748.36 crore only till 30 June 2020. However, the Company filed to the competent authorities against the demand of the NBR and outcomes of the appeals are yet to be known.

নিরীক্ষকের উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোম্পানীর বক্তব্য:

- কোম্পানী ম্যানুয়াল পদ্ধতি হতে অটোমেশন-এ যাবার প্রক্রিয়ায় চলমান আছে। এ বিষয়ে কিছু জটিলতার কারণে শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি, বাণিজ্যিক, মিটারযুক্ত আবাসিক ও মিটার বিহীন আবাসিক গ্রাহকের নিরাপত্তা জামানতের সিডিউল অডিট চলাকালীন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। আশা করা যায়, অটোমেশন-এর কাজ সম্পন্ন হলে বিষয়টি দ্রুত নিয়মিত করা যাবে।

- প্রকৃত পেনশন দায় নিরূপনের জন্য M/s. Halim & Associates-কে Actuary হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের সুপারিশ মোতাবেক-কোম্পানীর তহবিল অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত মুনাফা ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় বিবেচনায় পরিচালনা পর্ষদের ৭৫৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যমান মাসিক মূল বেতনের ১২.৫০% ও বছরান্তে ২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরসহ পরবর্তী তিন বছরে থোক ১৮৮.৯০ কোটি টাকা সংস্থান করা এবং তৎপরবর্তীতে সঞ্চিতির পরিমাণ আবারো পুনর্মূল্যায়ণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত উক্ত তহবিলে থোক ১২৬ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।

- কোম্পানীর বিপণন নিয়মাবলী অনুযায়ী বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য গ্রাহকগণের উপর জরিমানা ধার্য করা হয় এবং মিটারযুক্ত গ্রাহকগণের বিলে মিটার ভাড়া/সার্ভিস চার্জও ধার্য করা হয়। এছাড়াও, BERC এর আদেশ অনুযায়ী ডিমান্ড চার্জ ও HHV ধার্য করা হয়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রাহকগণ (Power-PDB) তাদের বিলে অন্তর্ভূক্ত মিটার ভাড়া/সার্ভিস চার্জ এবং বেসরকারি বিদ্যাৎ শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক গ্রাহক বিলম্ব মাসুল পরিশোধ করা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরত রয়েছে। কোম্পানীর তরফ হতে বর্ণিত পাওনা পিডিবি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানীর নিকট হতে আদায়ের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

- পূর্বতন ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড (বর্তমান পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড) এবং আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংক। উক্ত ব্যাংকসমূহে বিনিয়োজিত অর্থ নগদায়নের নির্দেশ দিলেও ৩০ জুন ২০২০ এর মধ্যে ব্যাংক তা নগদায়ন না করে পূণঃবিনিয়োগের জন্য পত্র প্রেরণ করে। যা কোম্পানী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তা অন্যান্য চলতি সম্পদ এর অধীনে প্রদর্শিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ কখনোই এরূপ ধারণা পোষণ করে না যে উক্ত অর্থ অনাদায়ী থাকবে। উপরন্তু, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক তার নিকট বিনিয়োজিত অর্থ ২ কোটি টাকা জুন ২০২০ পরবর্তীতে আগস্ট'২০ মাসে ফেরত প্রদান করেছে।

- কোম্পানীর Inventories-এ অন্তর্ভূক্ত মালামাল সমূহ প্রকৃত পক্ষে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ মালামাল নয়, বস্তুত, প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং গ্রাহক সেবা ত্বরান্বিত ও স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে পাইপ লাইন সংক্রান্ত মালামাল Inventories-এ সংরক্ষণ করা হয়। এবং বিশেষায়িত ব্যবসা ধরণের কারণে কোম্পানীতে সংরক্ষিত উক্ত মালামালের কোন স্বাভাবিক বাজারও দেশে নেই। সে মতে, উক্ত Inventories -এর জন্য (আইএএস) ২ : Inventories শতভাগ প্রতিপালন সমর্থনযোগ্য নয় বলে প্রতীয়মান হয়। তথাপি, প্রযুক্তির পরিবর্তন, চাহিদা ও সেবা প্রদানের ধরণ পরিবর্তন এবং দীর্ঘ কর্ম-পরিক্রমায় দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় কোম্পানীর ভাণ্ডারে রক্ষিত মালামালের কিছু অংশ ব্যবহার অযোগ্য ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে আছে বলে কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করেছে। সে মোতাবেক কোম্পানী নির্ধারিত নিয়ম/বিধি অনুযায়ী উক্ত মালামাল অকেজো ঘোষণার কার্যক্রম চলমান আছে।

- গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী GTCL কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবৎ সঞ্চালিত গ্যাসের যথাযথভাবে কাস্টডি ট্রান্সফার না করায় ১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ হতে BERC কর্তৃক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিগত ক্ষতি ২% বিবেচনায় নিয়ে গ্যাস বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিক্রিত গ্যাসের ক্রয় পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে এবং GTCL কর্তৃক মিটারিং স্টেশনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীণ আছে। তথাপি, বিভিন্ন কারিগরী ও অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনায় কোম্পানী গ্যাসের ক্রয় মূল্য নির্ধারণে আরো ৩% (৪৯১ কোটি টাকা) পদ্ধতিগত ক্ষতি সঞ্চিতি সংরক্ষণ করেছে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- একনেক-এর সিদ্ধান্ত/শর্ত অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের অংশ বিশেষ ইকুইটি হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়েছে। FRC-এর গাইডলাইন অনুযায়ী উক্ত অর্থ শেয়ার মূলধনে রূপান্তরের জন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ বিষয়ে FRC-এর সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে।
- কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ডের অনুমোদন অনুযায়ী পরিশোধিতব্য ইনসেন্টিভ তাদেরকে অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর প্রাপ্যতা অনুযায়ী প্রদত্ত অগ্রীম সমন্বয় করা হবে।

এমফেসিস অব মেটার:

- একনেক ও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ খাতে জাতীয় সার্বিক উন্নয়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে GTCL ও BAPEX -কে বোর্ডের অনুমোদনে বর্ণিত লোন সমূহ প্রদান করা হয়েছে।
- এনবিআর কর্তৃক কোম্পানীর বিভিন্ন খরচ অগ্রাহ্য করায় বিশেষত ২০১৭-১৮ অর্থবছর (কর বছর ২০১৮-১৯)-এ বিক্রিত গ্যাসের ক্রয় মূল্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতের খরচসমূহ অগ্রাহ্য করায় তাদের দাবিকৃত আয়কর নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী নির্ধারিত আয়কর দায়ের চেয়ে অনেক বেশি ধার্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া (আপীল, ট্রাইবুনাল, রেফারেন্স মামলা ইত্যাদি) গ্রহণ করা হয়েছে ও চলমান আছে। বস্তুত, উৎসে আয়কর কর্তনের হার যৌক্তিক না হওয়ায় নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী নির্ধারিত আয়কর দায়ের চেয়ে গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধকালে উৎসে অধিক আয়কর কর্তন করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিরীক্ষিত হিসেবে প্রদর্শিত আয়কর দায়ের চেয়ে বিল পরিশোধকালে গ্রাহক কর্তৃক প্রায় ২৫১.০১ কোটি টাকা অধিক আয়কর উৎসে কর্তন করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক লাভ/ক্ষতি:

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানীর অস্বাভাবিক লাভ/ক্ষতি হতে পারে এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে সম্পাদিত কার্যাদি:

চলতি অর্থবছরে কোম্পানী তার স্বাভাবিক কার্যাবলীর অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে বহুবিধ লেনদেন সম্পূর্ণ করে। নিম্নে IAS-24 অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম এবং তাদের সাথে সম্পাদিত লেনদেন সমূহের প্রকৃতির একটি বিবরণী উপস্থাপন করা হলো :

পার্টির নাম	সম্পর্ক	লেনদেনের প্রকৃতি	চলতি অর্থবছরে নীট লেনদেন	৩০/০৬/২০ তারিখের (দেনা)/পাওনা	৩০/০৬/১৯ তারিখের (দেনা)/পাওনা
পেট্রোবাংলা	নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ		৫,০৯৩	(৩১,৬৬৮)	(৩৬,৭৬১)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানী	গ্যাস ক্রয়	(২৪২)	(৪৪৪)	(২০২)
বিজিএফসিএল	আন্তঃ কোম্পানী	গ্যাস ক্রয়	(৫৮৮)	(১,৪৪৪)	(৮৫৬)
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানী	গ্যাসট্রান্সমিশন	(১,২২৯)	(২,৮৯৭)	(১,৬৬৮)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানী	আন্তঃ কোম্পানী লোন	(১৬৩)	১,১৩৮	১,৩০০
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানী	আন্তঃ কোম্পানী লোন	২,৩২২	১০,৮০০	৮,৪৭৮
			৫,১৯৩	(২৪,৫১৫)	(২৯,৭১০)

পরিচালকমণ্ডলীর সম্মানীভাতা:

কোম্পানী বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী'কে বোর্ড সভায় উপস্থিতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রদান:

কোম্পানী মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান ছাড়াও সরকারি কোষাগারে নিয়মিত শুল্ক, কর পরিশোধ করে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানী ৬০৮.৯১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

বিগত পাঁচ বছরে সরকারি কোষাগারে তিতাস গ্যাসের আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হল :

খাত	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
লভ্যাংশ	১১১.২৮	১৪৮.৩৮	১৬৩.২২	১৮৫.৪৮	১৯২.৮৯
কর্পোরেট আয়কর	৩৩৮.১০	৩৪৭.১৮	৩৪২.৮৯	৩৬২.৬০	৩৯৫.৮১
ডিএসএল	২৪.৯৭	২৪.৩২	২৪.২৮	২৫.৭৪	১০.৪৭
আমদানী শুল্ক ও মূসক	৯.২৫	৭.৩৪	২৮.০৮	১৮.৭৩	৯.৭৪
মোট	৪৮৩.৬০	৫২৭.২২	৫৫৮.৪৭	৫৯২.৫৫	৬০৮.৯১

গ্রাহকদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান:

মিটার যুক্ত ও মিটার বিহীন গ্রাহকগণ পোর্টাল হতে তাদের হাল নাগাদ প্রত্যায়ন পত্র প্রিন্ট নিতে পারছেন। শীঘ্রই বাল্ক গ্রাহকগণও এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

কোম্পানীর সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে দৃঢ় ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর। গ্যাস সেক্টরের অগ্রদূত ও অন্যতম প্রধান বিপণন কোম্পানী হিসেবে তিতাস গ্যাস উন্নততর গ্রাহকসেবা প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে আগষ্ট ২০০৬-এ কোম্পানীতে একটি সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তন করে। এছাড়া, কোম্পানীতে কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-২০০৮ প্রবর্তন, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পদোন্নতি যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য পদোন্নতির মানদন্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ঋণ/অগ্রিম প্রদানার্থে গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ নীতিমালা-২০১০, এমপ্লয়ীজ ভ্রমণভাতা প্রবিধানমালা-২০১২ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ নীতিমালা- ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানীর প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

জনশক্তি :

কোম্পানীর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০০৬ (পরবর্তীতে আংশিক সংশোধিত) অনুযায়ী মোট জনবল ৩,৭৩৬ জনের মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ১,২৪৩ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২,৪৯৩ জন। সংস্থানকৃত মোট জনবলের মধ্যে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৮৯৭ জন কর্মকর্তা এবং ১,২০৩ জন কর্মচারী অর্থাৎ মোট ২,১০০ জন কর্মরত ছিলেন। আলোচ্য অর্থবছরে মোট ৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া, ২ জন কর্মকর্তা ও ৪ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর; ০১ জন কর্মচারীকে অক্ষমতাজনিত কারণে অবসর প্রদান এবং ৮ জন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। কোম্পানীর বিধি মোতাবেক ২ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১২৩ জন কর্মকর্তা ও ৫৪ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন :

কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন, জ্ঞান অর্জন ও প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। মানব সম্পদ উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে e-Software এর আওতাধীন HR Module-এ অন্তর্ভুক্তকরণ ও ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোম্পানীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানীর নিজস্ব অর্থায়নে স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য :

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
০১।	কারিগরী ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	৪৮ টি	৭২৭ জন
০২।	ইভিসি/আরএমএস মিটার/আচরণ ও শৃঙ্খলা/ই-ফাইলিং/ওরিয়েন্টেশন বিষয়ক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	১০ টি	৪০২ জন
০৩।	ইন্টার্নশীপ	১৭ টি	১৭ জন
০৪।	কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সংক্রান্ত সেমিনার/ওয়ার্কসপ	৫ টি	০৯ জন
	মোট	৮০ টি	১১৫৫ জন

(খ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য :

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্যাডারভিত্তিক ও সমন্বিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
০১।	মিশর	০১ টি	১৯ জন
০২।	সিঙ্গাপুর	০১ টি	০১ জন
	মোট	০২ টি	২০ জন

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সম্পর্ক :

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক সন্তোষজনক। বর্তমানে কোম্পানীতে তিতাস গ্যাস কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং- বি-১১৯৩ সিবিএ এর প্রতিনিধিত্ব করছে। এ ক্ষেত্রে সিবিএ-এর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্ক উন্নয়ন, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, অবৈধ উচ্ছেদ ও বকেয়া রাজস্ব আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। এছাড়া বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে কোম্পানীর সেবার মান অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ-এর কার্যনির্বাহী পরিষদ সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষা কার্যক্রম :

১৯৮৭ সালে কোম্পানীর উদ্যোগে ঢাকার ডেমরায় তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানসহ স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তানরাও মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বিদ্যালয় ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাসহ এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। ২০২০ সালে মোট ৮৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১০০% উত্তীর্ণ হয়। অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৩৬ জন 'এ+', ৩৯ জন 'এ' এবং ০৯ জন 'এ-' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৯ পঞ্জিকাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সার্টিফিকেট (পিইসি) পরীক্ষায় ৯৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৮ জন 'এ+', ২০ জন 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ জন 'এ+', ৪৪ জন 'এ', ১৭ জন 'এ-', ১১ জন 'বি' এবং ০২ জন 'সি' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সার্টিফিকেট (পিইসি) পরীক্ষায় ২০ জন ট্যালেন্টপুল ও ০৩ জন সাধারণ গ্রেডে এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ০৩ জন ট্যালেন্টপুল ও ০৬ জন সাধারণ গ্রেড-এ বৃত্তি পেয়েছে।

তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম :

মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক উন্নয়ন, পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানী বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানী আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

শিক্ষাবৃত্তি :

কোম্পানীতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উর্ত্তীণ হয়, তাদেরকে প্রতিবছর "তিতাস গ্যাস শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা" কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫ম শ্রেণিতে ৩২ জন, ৮ম শ্রেণিতে ১২ জন, এসএসসি ও সমমান-এ ৭৬ জন, এইচএসসি ও সমমান-এ ৬০ জন এবং স্নাতক/স্নাতক(সম্মান)/স্নাতকোত্তর-এ ১২ জনসহ সর্বমোট ১৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন গ্রেডে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ প্রদান কর্মসূচী :

কোম্পানীর বাজেটে আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগকে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ ও মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনুসৃত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণসহ সর্বমোট ১০৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান :

কোম্পানীতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন: দোয়া ও ইফতার মাহফিল, মিলাদ, শোক ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানীতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ৪ জন কর্মকর্তাকে দাফন/কাফনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ৩০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা হিসেবে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানীতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ৪ জন কর্মকর্তার প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৮.০০ লক্ষ টাকা হারে মোট ৩২.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও বিনোদন :

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন-এর তত্ত্বাবধানে তিতাস ক্লাব 'প্রিমিয়ার ডিভিশন ভলিবল লীগ'-এ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে। এ পর্যন্ত উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে "তিতাস ক্লাব" ২০১৬ ও ২০১৭ সালে পরপর দুইবার চ্যাম্পিয়ন হওয়াসহ মোট ৩ বার "চ্যাম্পিয়ন" ও ১০ বার "রানার-আপ" হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া, ১৯৯৮ সালে ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি বিগত বছরগুলোতে জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা, স্বাধীনতা দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা, বিজয় দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা ও বাংলাদেশ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৮ বার "রানার-আপ" হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

কোম্পানীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সমন্বয়ে মোহাম্মদপুর সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ খেলার মাঠে "বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২০" অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন ডিভিশন/বিভাগের উদ্যোগে ও "তিতাস ক্লাব" এর সহায়তায় বনভোজনের আয়োজন করা হয়।

মোহাম্মদপুর সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ খেলার মাঠে তিতাস ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) :

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাত হতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে পেট্রোবাংলার উপব্যবস্থাপক (প্রশাসন) জনাব মো. ফজলুল হক'কে চিকিৎসার জন্য ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা, পেট্রোবাংলার ও. এ/কম্পিউটার অপারেটর (প্রশাসন) জনাব মনোয়ারা বেগম'কে চিকিৎসার জন্য ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা, জিটিসিএল এর ব্যবস্থাপক জনাব মো. সাখাওয়াত হোসেন'কে চিকিৎসার জন্য ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা, শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, মোহনগঞ্জ, নেত্রোকোনা কে ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা এবং টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত সহকারী কমিশনার জনাব মেহেদী-এর চিকিৎসার জন্য ১.০০ (এক) লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৯.০০ (নয়) লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল :

কোম্পানীতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কোম্পানীর স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে ১ টি গণশুনানী আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠনের আইডিয়া/মতামত ও ইনোভেশন পদ্ধতি গ্রহণ ও অভিযোজনের লক্ষ্যে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ের নীচ তলায় ইতোমধ্যে আইডিয়া/মতামত বক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানীর সম্মানিত গ্রাহকরা গ্যাস বিল পরিশোধ করার সাথে সাথে পরিশোধের বার্তা সংশ্লিষ্ট গ্রাহক মোবাইলের মাধ্যমে পাচ্ছেন। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার আওতায় শুদ্ধাচার কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় উন্নত জ্ঞান আহরণের অংশ হিসেবে কোম্পানীর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর ফোকাল পয়েন্টকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

সরকার গণখাতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) প্রবর্তন করে। এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সাথে পেট্রোবাংলার এবং পেট্রোবাংলার সাথে এর আওতাধীন সকল কোম্পানীর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রতি বছর সম্পাদিত হয়। এ লক্ষ্যে উক্ত চুক্তি সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং কোম্পানীর সাথে যোগাযোগের নিমিত্ত টিজিটিডিসিএল হতে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে পেট্রোবাংলার সাথে তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানী লি. এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অনলাইন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

ইনোভেশন কার্যক্রম :

জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানীতে ইনোভেশন কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটি নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রম "বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনসহ Apps এর মাধ্যমে পেনশন উত্তোলন গৃহীত হয়েছে, যা কোম্পানীর আইসিটি ডিভিশন বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে কোন পেনশনভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রতি মাসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে পেনশন উত্তোলন করতে আসতে হয় এবং তার বিলটি ব্যবস্থাপক /তদূর্ধ কর্মকর্তা দিয়ে প্রত্যায়ন করতে হয়। এই মোবাইল এ্যাপস এর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পেনশন উত্তোলনকারীকে ১ বার সশরীরে এসে বায়োমেট্রিক

ভেরিফিকেশনসহ রেজিষ্ট্রার্ড হতে হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে পেনশনভোগী ব্যক্তি ঘরে বসে তাঁর মোবাইলে Apps এর মাধ্যমে authentication সহ কোম্পানীর কাছে পেনশন দাবি করলে তা ভেরিফিকেশন এর মাধ্যমে পেনশন রেজিস্ট্রার্ড ব্যাংক একাউন্ট এ প্রেরণ করে এসএমএস দেওয়া হবে। এতে পেনশনভোগী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে। পেনশনভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও কোম্পানী উভয়ই উপকৃত হবে। মহামারি করোনা পরিস্থিতি থাকায় "বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনসহ Apps এর মাধ্যমে পেনশন উত্তোলন" কার্যক্রমটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় এটি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হবে।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম :

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোম্পানীর গ্যাস পাইপলাইন, স্টেশন ও বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম এবং সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :

স্বাস্থ্য :

সরকারি ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত হারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। কোম্পানীর চিকিৎসকগণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন।

পরিবেশ :

বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস-এর নিঃসরণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড/কার্বন মনোঅক্সাইড এর তুলনায় ওজন স্তরকে ২২গুণ ক্ষতি করে ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ-এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকা- যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হয়। বিদ্যমান বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির ন্যূনতম ক্ষতিও যেন এড়ানো সম্ভব হয় তা বিবেচনা করে গ্যাস পাইপলাইনের রুট নির্ধারণ করা হয়। কোম্পানীর নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খোলা জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনে গাছের চারা রোপণ এবং নিয়মিত রোপিত চারা গাছের পরিচর্যা করা হয়। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জ কালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়।

নিরাপত্তা :

পাইপলাইন নির্মাণ এবং সিস্টেম পরিচালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। ফলে কোম্পানীর জন্মলগ্ন হতে এযাবৎকাল গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা নির্বিঘ্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। পুরানো নেটওয়ার্ক ও করোশনের ফলে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে গ্যাস লিকেজ সংঘটিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের নির্বিঘ্ন পরিচালন নিশ্চিতকল্পে পাইপলাইনের রাইট অব ওয়ে-তে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ, গ্যাস লিকেজ, অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন কাজে পাইপলাইনের যে কোন ধরনের ক্ষতি মোকাবেলায় নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্যাস স্থাপনাসমূহের সম্ভাব্য গ্যাস ও কনডেনসেট লিকেজের বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নিবারণমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। পাইপলাইনের করোশন নিবারণকল্পে সিপি সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালন করা হচ্ছে এবং মাসিক ভিত্তিতে সিপি স্টেশন পরিদর্শন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর পি.এস.পি. রিডিং গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মনিটরিং করা হয়। অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম (কার্বন-ডাইঅক্সাইড/ড্রাই গ্যাস পাউডার) প্রয়োজন মোতাবেক স্থাপন ও ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা নীতিমালা লঙ্ঘনের ফলে কোন গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে রাইজার স্থানান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রমের দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করাসহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের দপ্তরকে অবহিত করা হয়। গ্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। সিস্টেম পরিচালন ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় বা দুর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে কোম্পানীর উদ্যোগে এবং পেট্রোবাংলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর ১ বার কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহের সেইফটি অডিটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও, কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিমাসে স্টেশনসমূহের সেইফটি অডিটিং ইন্সপেকশন করা হয়।

জরুরি কল সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীণ মতিঝিল কার্যালয়ে ২৪ ঘণ্টা ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসহ ঢাকা সেনানিবাস, পোস্তগোলা এবং মিরপুরে জরুরি গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র রয়েছে। সম্ভাব্য সকল দুর্ঘটনা মোকাবেলা এবং সম্মানিত গ্রাহকদের আঙ্গিনায় নিরাপদ ও সুষ্ঠু গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকের সকল কলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত জরুরি কলের সংখ্যা তথা জরুরি দল কর্তৃক গ্রাহক আঙ্গিনায় উপস্থিতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

কলের ধরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
অগ্নি দুর্ঘটনা	২০৪	৩০৬
গ্যাস লিকেজ	৫,৮৭৬	৪,৪৯৬
গ্যাসের স্বল্পচাপ	১৪০	৫৬
গ্যাস নেই	১,২০৩	৩৬৫
অন্যান্য	৯৫১	১৮৭
মোট	৮,৩৭৪	৫,৪১০

উন্নততর সেবা কার্যক্রম :

গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য ঢাকা মহানগরী ও আঞ্চলিক বিক্রয় ডিভিশনের আওতাধীন এলাকায় সম্মানিত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানীতে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রাহক সেবা কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, শীতকালীন গ্যাস স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণে পাইপলাইন স্থাপন ও সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস মডিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

একটি সুপরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; তার কার্যকর বাস্তবায়ন ও সময়ে সময়ে তা পর্যবেক্ষণ কোম্পানীর সার্বিক সাফল্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার সাথে সাথে এর কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার জন্য সচেতন রয়েছে। এ লক্ষ্যে একজন Independent Director- এর সভাপতিত্বে ৩জন সম্মানিত পরিচালকের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি পরিচালনা পর্ষদের সাব-কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকারী 'নিরীক্ষা ডিভিশন'-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কোম্পানীর বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত "Management Report" অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহ অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। অডিট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

সম্মানিত গ্রাহক ও আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড দেশের জ্বালানি খাতে সুদীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতেও এ কোম্পানীর সার্বিক উন্নয়নে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি। কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় সদয় উপস্থিতির জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তিতাস বোর্ড, পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা ও তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানী আর্থিকসহ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে কোন কোন অঞ্চলে গ্যাসের চাপ স্বল্পতার জন্য সরবরাহ বিঘ্ন ঘটায় সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের নিকট কোম্পানী আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে।

বিগত সময়ে কোম্পানীকে বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য পরিচালকমণ্ডলী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড একচেঞ্জ কমিশন, স্টক একচেঞ্জ, পেট্রোবাংলা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিইআরসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কোম্পানীর উন্নয়ন কার্যক্রমে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতেও তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানীর উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য আমি পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ হতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাবসহ কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট তাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

ধন্যবাদান্তে,

(মোঃ আনিছুর রহমান)
চেয়ারম্যান